A. সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারীরা:

- **ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনীর অধিপতি**
  - যিহোশূয় যখন যিরীহো নগরের কাছে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি এক যোদ্ধাকে দেখলেন, যার হাতে তলোয়ার খোলা ছিল (যিহোশূয় ৫:১৩)।
  - যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করলে, সেই ব্যক্তি বললেন তিনি কোনো মানব সেনার পক্ষভুক্ত নন; তিনি ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক (যিহোশূয় ৫:১৪)।
  - তিনি যিহোশূয়ের কাছ থেকে উপাসনা দাবি করলেন, যা প্রমাণ করল যে তিনি ঈশ্বর স্বয়ং, অর্থাৎ দানিয়েলের পুস্তকে "মিখায়েল" নামে যিনি পরিচিত (যিহোশূয় ৫:১৫; দানিয়েল ১২:১)।
  - যিহোশূয়ের প্রার্থনা উত্তর পেল। ঈশ্বর নিজেই যুদ্ধে নেতৃত্ব নিলেন। যিহোশূয় দৃশ্যমান নেতা হলেও, প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন ঈশ্বর, যাঁর নির্দেশই তাকে মানতে হতো।
- **দুষ্ট বাহিনীর অধিনায়ক**
  - যুদ্ধের সৃষ্টিকর্তা বলা চলে তাঁকে। তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানকারী এক মহিমান্বিত করুবদূত ছিলেন; পরিপূর্ণ ও মহিমাময় (ইযেকিয়েল ২৮:১২-১৫)।
  - কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়ায়, লুসিফার ঈশ্বরের সিংহাসন দখল করতে চাইল (যিশাইয় ১৪:১২-১৪)।
  - তার বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও, সেই দিন থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব এক অদৃশ্য যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে। পৃথিবী দখল করার পর, শয়তান ও তার দূতেরা একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে–মানুষের পরিত্রাণে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করা।
  - কানান বিজয় ছিল সেই মহাযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
- **সর্বশক্তিমান যোদ্ধা**
  - ঈশ্বর নিজেই "যুদ্ধের বীর" বা "যোদ্ধা" হিসেবে পরিচিত (যাত্রাপুস্তক ১৫:৩; গীতসংহিতা ২৪:৮)।
  - কিন্তু ঈশ্বর মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন না; তিনি যুদ্ধ করেন সেই আত্মিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, যাদের সঙ্গে মানুষ নিজেকে যুক্ত করে। এজন্যই মিশরের প্লেগসমূহকে "মিশরের দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বলা হয়েছে, অর্থাৎ দুষ্ট আত্মাদের বিরুদ্ধে (যাত্রাপুস্তক ১২:১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৭)।
  - ঈশ্বর চান পৃথিবী থেকে মন্দ সম্পূর্ণরূপে দূর হোক। তাই তিনি কানান থেকে সেই জাতিগুলিকে বহিষ্কার করলেন, যারা শয়তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল; এবং সেই ভূমি দিলেন তাদের, যারা ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।
  - আজও সেই যুদ্ধ চলছে, কিন্তু ভূমির জন্য নয়–প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য। এখানে কোনো নিরপেক্ষতা নেই; আমরা হয় ঈশ্বরের পক্ষে, নয়তো শত্রুর পক্ষে।

B. সংঘর্ষের কৌশলসমূহ:

- **ঈশ্বর আমাদের জন্য যুদ্ধ করেন**
  - ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনা ছিল–ইস্রায়েল যেন কোনো অস্ত্র ব্যবহার না করেই কানান দখল করে। ঈশ্বর নিজেই অতিপ্রাকৃতভাবে তাদের জন্য যুদ্ধ করতেন (যাত্রাপুস্তক২৩:২৮)। যদি তাদের অবিশ্বাস না থাকত, তাই-ই ঘটত।
  - বাইবেলে অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ঈশ্বর তাঁর জাতিকে অস্ত্রহীনভাবেই উদ্ধার করেছেন:

· মিশরীয় সেনাকে লাল সাগরে ডুবিয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক১৪:২৪-২৮)।
· কানানীয়দের বিরুদ্ধে শিলাবৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন (যিহোশূয় ১০:১১)।
· এলিয়াকে অবজ্ঞা করা সৈন্যদলকে আগুনে দগ্ধ করেছিলেন (২ রাজা ১:৯-১০)।
· এলিশাকে উপহাস করা ছেলেদের উপর ভালুক পাঠিয়েছিলেন (২ রাজা ২:২৩-২৪)।
· সিরীয়দের অন্ধ করে শান্তি স্থাপন করেছিলেন (২ রাজা ৬:১৪-২৩)।
· আম্মোন ও মোয়াবীয়দের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে ধ্বংস করেছিলেন (২ বংশাবলি ২০:১৫-১৭, ২২-২৪)।
· এক রাতে ১,৮৫,০০০ আসিরীয় সৈন্যকে মেরে ফেলেছিলেন (২ রাজা ১৯:৩৫)।
· এবং হেরোদকে মহামারীতে মেরে ফেলেছিলেন (প্রেরিত ১২:২১-২৩)।

- **আমরা ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করি**
  - যেমন নোহের যুগের মানুষ বা সদোম-গোমোরার লোকেরা, তেমনি কানানবাসীরাও অনুগ্রহের সীমা ছাড়িয়ে শয়তানের দলে যোগ দিয়েছিল (আদি ৬:৫; ১৮:২০-২১; ১৫:১৬)।
  - তাদের পরিণতি ছিল দ্বিতীয় মৃত্যু–চিরন্তন মৃত্যু। তাদের জীবন দীর্ঘায়িত করলেও তা তাদের পরিণতি বদলাতে পারত না। তাই ঈশ্বর ইস্রায়েলকে কানান জয়ের যুদ্ধে অংশ নিতে অনুমতি দিলেন।
  - ঈশ্বর নিজে যুদ্ধ করলেন না কেন? কারণ তাদের অবিশ্বাসের জন্য। প্রথম যুদ্ধে ইস্রায়েল নিজেরাই বলেছিল, "প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন কি না?" (যাত্রাপুস্তক ১৭:৭-৯)।
  - আমাদের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ (তাদের জন্য ছিল শারীরিক, আমাদের জন্য আত্মিক) ঈশ্বরের উপর নিঃশর্ত ভরসা গড়ে তোলে।